''নতুন শতাব্দীতে নিজের আচার-আচরণ এবং চেহারার দ্বারা ফরিস্তা স্বরূপকে প্রত্যক্ষ করাও''

আজ বাপদাদা আপন পরমাত্ম-পালনার অধিকারী বাচ্চাদের দেখে প্রফুল্লিত হচ্ছেন। কত ভাগ্যবান তোমরা যে স্বয়ং পরমাত্মার লালনপালনে পালিত হচ্ছো। দুনিয়ার লোকে বলে যে আমাদের পরমাত্মা পালন করছেন, কিন্তু তোমরা মুষ্টিমেয় কিছু বিশেষ আত্মা প্র্যাকটিক্যালি প্রতিপালিত হচ্ছো। পরমাত্ম-পালনা রয়েছে, পরমাত্ম-শ্রীমৎ রয়েছে, সেই শ্রীমৎ দ্বারা তোমরা চালিত হচ্ছো, পালিত হচ্ছো। নিজেকে এমন বিশেষ আত্মা অনুভব করো? নিজের মহত্বকে জানো তোমরা? বর্তমান সময়ে তো ব্রাহ্মণ আত্মারা মহান তো হয়ই, আর ভবিষ্যতেও তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ মহান আত্মা। দ্বাপরেও তোমাদের জড় চিত্র এত মহান তৈরি হয়, যে কেউই চিত্রের সামনে দিয়ে যাবে তো নমন করবে। তোমাদের এতই মহত্ব যে আজকের দিনে পর্যন্ত যদি কোনও আত্মাকে নকল দেবতা বানিয়ে দেওয়া হয়, লক্ষ্মী-নারায়ণ বানিয়ে দিক কিম্বা শ্রীরাম, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত সেই আত্মা দেবতার পার্ট প্লে করে, ততক্ষণ এ' সাধারণ মানুষ হিসেবে সেই আত্মাকে চেনা-জানা সত্ত্বেও, যেহেতু দেবতা রূপের পার্ট প্লে করছে তো সেই সাধারণ আত্মাকেও নমন করবে। তো তোমাদের রূপের তো মহত্ব আছেই কিন্তু নামধারী আত্মাদেরও মহান মনে করে। তো এমন মহত্ব অনুভব করো তোমরা? এটা কী শুধুই জানো, মনে করো নাকি ইমার্জ রূপে নিজেকে অনুভব করো? কেননা, মূল আধারই হলো - অনুভব করা।

বাপদাদা সব বাচ্চাকে অনুভাবী মূর্ত বানায়। শুধু শোনা কিংবা জানা নয়। প্রত্যেকের চেহারা আর আচার-আচরণ থেকে অনুভব জানা যায়। আচরণ দ্বারা তার অবস্থা জানা যায়। তাহলে ভাবো আমাদের আচরণ কীরকম! ব্রাহ্মণের ধর্মাচরণ হয়? ব্রাহ্মণ অর্থাৎ সদা সম্পন্ন আত্মা। শক্তি দ্বারাও সম্পন্ন, গুণের দ্বারাও সম্পন্ন...তো এরকম স্বভাব হয়েছে তোমাদের? তোমাদের চেহারার দ্বারা এটা প্রতীয়মান হয় কী যে তোমরা সাধরণ হওয়া সত্ত্বেও অলৌকিক? তোমাদের সকলের দৃষ্টি, বৃত্তি, ভাইব্রেশন তারা অলৌকিক অনুভব করে?

যখন লাস্ট জন্ম পর্যন্ত তোমাদের দিব্যতা, মহত্ব জড় চিত্র দ্বারাও অনুভব করে, তো বর্তমান সময়ে চৈতন্য শ্রেষ্ঠ আত্মাদের দ্বারা অনুভব হয়? জড় চিত্র তোমাদেরই তো না!

অমৃতবেলার থেকে শুরু করে প্রতিটা আচরণকে চেক করো - আমার দৃষ্টি অলৌকিক? মুখের পোজ (ভঙ্গিমা) সদা প্রসন্ন থাকে? একরস, অলৌকিক থাকে নাকি সময়-সময়ে বদলাতে থাকে? শুধু যোগে বসার সময় বা কোনো বিশেষ সেবার সময় অলৌকিক স্মৃতি অথবা বৃত্তি থাকে, নাকি সাধারণ কাজ করার সময়ও মুখ এবং আচার-আচরণ বিশেষ থাকে? কাজেকর্মে তোমরা খুব বিজি, কোনো চাঞ্চল্যকর বিষয় সামনে উপস্থিত হয়েছে, কিন্তু এমতাবস্থায় তোমাকে কেউ যদি দেখে তোমাকে অলৌকিক মনে করবে? তো চেক করো, তোমাদের কথাবার্তায় শিষ্টাচার, মুখ সাধারণ কার্যেও স্বতন্ত্র অথচ প্রিয় অনুভব হয়? কোনও সময় হঠাৎ যদি কোনো আত্মা তোমার সামনে এসে যায় তবে তোমার ভাইব্রেশনের দ্বারা, কথাবার্তায় এটা মনে করে কী যে ইনি অলৌকিক ফরিস্তা? কেননা, আজকের দিন সঙ্গমের দিন, পুরানো চলে যাচ্ছে, নতুন আসছে। তাহলে কী নবীনত্ব বিশ্বের সামনে প্রতীয়মান হবে? ভিতরে স্মরণ থাকে বা মনে করে, সেটা আলাদা বিষয় কিন্তু স্থাপনের সময়কে ভাবো - স্থাপনের কত সময় কেটে গেছে! অতীত হওয়া সময় অনুসারে কত অল্প সময় আর অবশিষ্ট রয়েছে? তো অনুভব কী হওয়া উচিত? বাপদাদা জানেন যে, অনেক ভালো ভালো পুরুষার্থী পুরুষার্থ করছে, উড়ছেও কিন্তু বাপদাদাই একবিংশ শতাব্দীতে নবীনত্ব দেখতে চান। সবাই ভালো, বিশেষও, মহানও তোমরা। কিন্তু বাবার প্রত্যক্ষতার আধার হলো - সাধারণ কার্যে থেকেও ফরিস্তার ভাব আর গতি হতে হবে। বাপদাদা এটা দেখতে চান না যে, পরিস্থিতি এমন ছিল কাজ এমন ছিল, সরকমস্ট্যান্স এইরকম ছিল, সমস্যা এমন ছিল সেইজন্য সাধারণ হয়ে গেছে। ফরিস্তা স্বরূপ অর্থাৎ স্মৃতি স্বরূপ হবে সাকার রূপে। এটা শুধু তোমাদের বিচারবুদ্ধির বা স্মৃতির লক্ষ্য সন্ধান নয়, স্বরূপ হতে হবে। এরকম পরিবর্তন যে কোনও সময়, যে কোনও অবস্থায় অলৌকিক স্বরূপ অনুভব হওয়া উচিত। এইরকম হয়, নাকি অল্পস্বল্প বদলায়? যেমন পরিস্থিতি নিজের স্বরূপ তেমন বানিও না। পরিস্থিতি তোমাকে কেন বদলাবে, তোমরা পরিস্থিতিকে বদলাও। বোল তোমাদের বদলাবে নাকি তোমরা বোল বদলাবে? পরিবর্তন কা'কে বলে? প্র্যাকটিক্যাল লাইফের স্যাম্পল কা'কে বলা হয়ে থাকে? যেমন সময়, যেমন সরকমস্ট্যান্স সেরকমই স্বরূপ হবে - এটা তো

সাধারণ লোকেরও হয়। কিন্তু ফরিস্তা অর্থাৎ যা কিছু পুরানো কিংবা সাধারণ তার ভাব-গতিরও ঊর্ধ্বে হবে।

এখন তোমাদের টপিক আছে না - "সময়ের আওয়াজ"। তো তোমরা সব বিশেষ মহান আত্মার প্রতি এটাই এখন সময়ের আওয়াজ - এখন ফরিস্তা অর্থাৎ অলৌকিক জীবন যেন স্বরূপে প্রতীয়মান হয়। এটা কী হতে পারে? টিচাররা বলো - হতে পারে? কবে হবে? যদি হতে পারে তো খুব ভালো ব্যাপার, তাই না!

কবে হবে? এক বছর দরকার, দু' হাজার সাল পুরো হয়ে যাবে? যারা মনে করে কিছু সময় তো দরকার, আচ্ছা এক বছর, নয় তো ৬ মাস, ৬ মাস নয় তো ৩ মাস, দরকার? এতে কেউ হাত তুলছ না? তোমাদের স্লোগান কী? মনে আছে তোমাদের? "এখন নয় তো কখনও নয়"। এই স্লোগান কার? ব্রাহ্মণের নাকি দেবতাদের? ব্রাহ্মণেরই তো না! তো এই নতুন শতাব্দীতে বাপদাদা এটাই দেখতে চান যে, যা কিছু হয়ে যায় যাক কিন্তু অলৌকিকতা যেন না যায়। তার জন্য চারটে বিষয়ে অ্যাটেনশন রাখতে হবে, সেগুলো কী? কোনো নতুন বিষয় নয়, পুরানো, শুধু রিভাইস করাচ্ছে।

প্রথমতঃ - শুভ-চিন্তক। দ্বিতীয়তঃ - শুভ-চিন্তন। তৃতীয়তঃ - শুভ-ভাবনা, এই ভাবনা নয় যে এ' বদলে গেলে আমিও বদলে যাবো। তার প্রতিও শুভ ভাবনা আর নিজের প্রতিও শুভ ভাবনা এবং চতুর্থতঃ - শুভ শ্রেষ্ঠ স্মৃতি আর স্বরূপ। শুধু একটা 'শুভ' শব্দ স্মরণ করে নাও, এতে চারটে বিষয়ই এসে যাবে। কেবল আমাদের সবার মধ্যে শুভ শব্দ স্মৃতিতে রাখতে হবে।

এটা তো অনেকবারই তোমরা শুনেছ। বলাও হয়েছে অনেকবার। এখন স্বরূপে আনতে আরও অ্যাটেনশন রাখতে হবে। বাপদাদা জানেন যে, তৈরি তো এদেরকেই হতে হবে। তাছাড়া, যারা আসে তারা সাকার রূপে তো তোমাদেরই দেখে। আজ বছরের শেষ দিন তাই তো না! তো বাপদাদা মেজরিটি বাচ্চাদের সারা বছরের পোতামেল দেখেছেন। কী দেখে থাকবেন? মুখ্য একটা কারণ দেখেছেন। বাপদাদা দেখেছেন যে, 'সমাধান আর অন্তর্লীন' করার শক্তি কম। সমাধান করেও, বিপরীত দেখা, শোনা, ভাবা, যা অতীত হয়েছে তাও' সমাধান করে নেয়, কিন্তু যেমন তোমরা বলে থাকো না যে, এক হলো কন্সিয়াস, আরেক হলো - সাব-কন্সাস। সমাধান করে কিন্তু মনের প্লেট বলো, স্লেট বলো, কাগজ বলো, যা কিছু বলো, সম্পূর্ণ সমাধান করো না। কেন সমাধান করতে পারো না? তার কারণ হলো - অন্তর্লীন করার শক্তি পাওয়ারফুল নয়। সময় অনুসারে অন্তর্লীন করেও নাও কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আবার বেরিয়ে আসে। এইজন্য যে চারটে শব্দ বাপদাদা বলেছেন, সেই অনুসারে তোমরা সদা চালিত হও না। মনে করো, যদি মনের প্লেট বা কাগজ পুরো পরিষ্কার হয়নি, পুরো মোছেনি অথচ পরিবর্তে তার উপরে যদি

তুমি আরও ভালো লিখতেও চাও তা' স্পষ্ট হবে? অর্থাৎ সর্বগুণ, সর্বশক্তি ধারণ করতে চাও তো সদা এবং ফুল পার্সেন্টে হবে? সম্পূর্ণ রূপে ক্লিনও হবে, ক্লিয়ারও হবে তবেই এই সমূহ শক্তি সহজভাবে কার্যে প্রয়োগ করতে পারো। কারণ এটাই, মেজরিটির স্লেট ক্লিয়ার এবং ক্লিন নয়। অতীত হওয়া বিষয়গুলো অল্প অল্প কিংবা অতীত আচরণ, ব্যর্থ বিষয় এবং ব্যর্থ হাবভাব সূক্ষ্মরূপে সমাহিত থাকে, তো পরে আবার সাকার রূপে এসে যায়। সুতরাং সময় অনুসারে আগে চেক করো, নিজেকে চেক করবে, অন্যকে চেক করতে শুরু করে দিও না। কেননা, অন্যকে চেক করা সহজ লাগে, নিজেকে চেক করা কঠিন হয়। অতএব, চেক করো যে আমার মনের প্লেট ব্যর্থ থেকে এবং অতীত থেকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার আছে? সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম রূপ হলো - ভাইব্রেশন রূপে থেকে যাওয়া। ফরিস্তা অর্থাৎ সম্পূর্ণ ক্লিন আর ক্লিয়ার। অন্তর্লীন করার শক্তি দ্বারা নেগেটিভকেও পজিটিভ রূপে পরিবর্তন করে সমাহিত করো। নেগেটিভই সমাহিত ক'রো না, পজিটিভিটিতে চেঞ্জ করে সমাহিত করো, তবেই নতুন শতাব্দীতে নবীনত্ব আসবে।

আরেকটা বিষয় তিনি কী দেখেছেন বলবো? বলবো নাকি এর আগেরটা ভারী ডোজ? যেমন, বাপদাদা আগে বলেছেন যে যেভাবেই হোক আমাকে নিজের সাথে পরমধামে নিয়ে যেতেই হবে, হয় প্রহার দ্বারা, না হয় ভালোবাসার সাথে। অজ্ঞানীদের প্রহারের সাথে আর তোমরা সব বাচ্চাকে ভালোবাসার সাথে। এভাবেই বাপদাদা এখনও বলেন যে, যেমন করে হোক দুনিয়ার সামনে মহান আত্মাদের ফরিস্তা রূপে প্রত্যক্ষ করাতেই হবে। তো তোমরা প্রস্তুত আছ তো না? বাপদাদা তো বলেছিলেন যে, যেমন ভাবে হোক প্রস্তুত করতে তো হবেই। নয়তো নতুন দুনিয়া কীভাবে আসবে! আচ্ছা - আরেকটা বিষয় কী দেখেছো?

বছরের শেষ তো না! দেখো, বাপদাদা 'মেজরিটি' শব্দ বলছেন, সর্ব বলছেন না, মেজরিটি বলছেন। তো অন্য বিষয় কী

দেখেছেন? কেননা, কারণকে নিবারণ করবে তবে তো নব-নির্মাণ হবে। তো দ্বিতীয় কারণ - গড়িমসি ভাব ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখেছেন। কারও কারও মধ্যে অনেক রয়্যাল রূপেরও দীর্ঘসূত্রিতার ভাব (হচ্ছে-হবে ভাব) দেখেছেন। এক কথায় দীর্ঘসূত্রিতার কারণ - "সব ঠিক আছে" ভাবা। কেননা সাকারে তো প্রত্যেকের প্রতিটা কর্ম কেউ দেখতে পায় না, সাকার ব্রহ্মাও সাকারে (সশরীরে) দেখতে পাননি, কিন্তু এখন অব্যক্ত রূপে যদি চান তো যে কোনো কারও'র প্রতিটা কর্ম দেখতে পারেন। যা গাওয়া হয়েছে যে, পরমাত্মার হাজার চোখ আছে, লক্ষ চোখ আছে, লক্ষ কান আছে। তিনি এখন নিরাকার এবং আব্যক্ত ব্রহ্মা উভয়ে একসাথে দেখতে পারেন। যে যতই লুকানোর চেষ্টা করুক, লুকায়ও রয়্যালটির সাথে, সাধারণ নয়। তো নিষ্ক্রিয়তার এক স্থূল রূপ আছে, এক সূক্ষ্ম রূপ আছে, দু'টো ক্ষেত্রেই শব্দগুলো একই "সব চলবে, দেখে নিয়েছি কী হয়! কিছুই হয় না। এখন তো চালিয়ে নাও, পরে দেখা যাবে!" এগুলো নিষ্ক্রিয়তার সংকল্প। বাপদাদা চাইলে সবাইকে বলতে পারেন। কিন্তু তোমরাই বলো তো না যে লজ্জাজনক অবস্থা না বলাই থাক। তাইতো বাপদাদাও তোমাদের সম্মান বজায় রাখেন। কিন্তু এইরকম নিষ্ক্রিয়তা-ভাব তোমাদের পুরুষার্থ তীব্র করতে পারে না। পাস উইথ অনার বানাতে পারে না। যেমন, নিজে ভাবো যে "সব চলবে"। তো রেজাল্টও চলবে, কিন্তু উড়বে না। তো শুনেছ তোমরা বাবা দু'টো বিষয় কী দেখেছেন! পরিবর্তনের ব্যাপারে কোনো না কোনো রূপে, প্রত্যেকের মধ্যে আলাদা আলাদা রকমের নিষ্ক্রিয়তা রয়েছে। তাইতো বাপদাদা সেই সময় মৃদু মৃদু হাসেন - বাচ্চারা বলে, দেখে নেব কী হয়! তো বাপদাদাও বলেন - দেখে নিও কী হয়! সুতরাং আজ কেন এটা বলছেন? কারণ চাও বা না চাও, জবরদস্তি তোমাদেরকে তৈরি করতেই হবে। আর তোমাদেরও হতে তো হবেই। আজ একটু কঠিন ভাবে বলেছেন কেননা, তোমরা প্ল্যান বানাচ্ছ, এটা করবো, এটা করবো ...কিন্তু কারণের নিবারণ হবে না তো টেম্পোরারি হয়ে যাবে, তারপরে কোনো পরিস্থিতির যদি উদ্ভব হয় তখন বলবে ঘটনাই এমন ছিল তো না! কারণই এমন ছিল! আমার হিসেব-নিকেশই এরকম! অতএব, হতেই হবে। মঞ্জুর তো না! টিচার্স মঞ্জুরি আছে? ফরেনার্স মঞ্জুরি আছে? বাপদাদা বলছেন হতেই হবে। নতুন শতাব্দীতে তোমরা বলবে আমরা হয়ে গেছি। এরকমই তো, তাই না - অন্ততপক্ষে কম সময় নেওয়া উচিত। কিন্তু বাপদাদা এক বছর সময় দিচ্ছেন, তাহলে তো সহজ তো না! আরামে করো। আরামের অর্থ হলো, আ-রাম অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ ক'রে তখন করবে। ঐ ডানলপের আরাম ক'রো না। তোমাদের প্রতি বাপদাদার বেশী ভালোবাসা আছে, নাকি বাবার প্রতি তোমাদের ভালোবাসা বেশি আছে? কার আছে, বাবার নাকি তোমাদের?

বাপদাদার তোমাদের সকলের প্রতি নিশ্চয় আছে যে বাচ্চারা সবাই ভালোবাসার রিটার্নে অব্যক্ত ব্রহ্মা বাবা সমান অবশ্যই হবে। হবে তো না! বাপদাদা ছাড়বেন না। ভালোবাসা আছে তো না! যার প্রতি ভালোবাসা থাকে তার সাথ ত্যাগ করা যায় না। তো ব্রহ্মাবাবার তোমাদের প্রতি অনেক ভালোবাসা আছে।

অপেক্ষা করতে থাকেন, কবে আমার বাচ্চারা আসবে! তো সমান হবে তো না!

ব্রহ্মাবাবার এক আধ্যাত্মিক বার্তালাপ শোনাচ্ছি। এখন ১৮-ই জানুয়ারি আসতে চলেছে, তাই না! তো ব্রহ্মাবাবা, শিববাকে বলেন যে আপনি বাচ্চাদের দ্বারা ডেট ফিক্স করান, আমি কতদিন অপেক্ষা করবো? এই ডেট ফিক্স করান। তো শিববাবা কী বলবেন? মৃদু মৃদু হাসেন। বাপদাদা তবুও বলেন - বাচ্চারাই ডেট ফিক্স করবে, বাপদাদা করবেন না। তাইতো বাপদাদা খুব স্মরণ করেন। তো ডেট ফিক্স করবে?

নতুন বছরে এই সমান হওয়ার দৃঢ় সঙ্কল্প করো। লক্ষ্য রাখো যে আমাকে ফরিস্তা হতেই হবে। এখন পুরানো বিষয়গুলো সমাপ্ত করো। নিজের অনাদি এবং আদি সংস্কারসমূহ ইমার্জ করো। স্মৃতিতে রাখো - ঘুরতে- ফিরতে আমি বাবা সমান ফরিস্তা, আমার পুরানো সংস্কারের সাথে, পুরানো সমস্ত বিষয়ের সাথে কোনও সম্পর্ক নেই। বুঝেছ? পরিবর্তনের এই সঙ্কল্পের জল দিতে থাকো। বীজের যেমন জল চাই, রোদ্দুরও চাই, তবেই ফল বের হয়। তো এই সংকল্পকে, বীজকে স্মৃতির জল আর রোদ দিতে থাকো। বারবার রিভাইস করো - বাপদাদার কাছে আমার প্রতিজ্ঞা কি! আচ্ছা।

চতুর্দিকের মহান আত্মাদের যারা সদা পরিবর্তন শক্তিকে সবসময় কার্যে প্রয়োগ করে, বিশ্ব পরিবর্তক আত্মাদের যারা সদা দৃঢ় নিশ্চয়ের সাথে প্রত্যক্ষ স্বরূপ দেখায়, ব্রাহ্মণ তথা ফরিস্তা আত্মাদের, সদা এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নেই - বাবা সমান হয়, বাপদাদার ভালোবাসার রিটার্ন দেওয়া মহাবীর আত্মাদের, বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

চতুর্দিকের বাচ্চাদের নতুন বছর, নতুন যুগের, নতুন জীবনের অভিনন্দন, অভিনন্দন, অভিনন্দন। এই নতুন বছরে ব্রাহ্মাবাবা দ্বারা উচ্চারিত মহাবাক্য সদা স্মরণে রেখো - নিরাকারী, নিরহংকারী, সেই সাথে নব নির্মাণধারী, সদা নির্মান

আর নির্মাণের কর্তব্যের ব্যালেন্স রেখে উড়তে থাকো। এই বছরে বিশেষ স্ব-পরিবর্তনের বিশেষত্ব সামনে রেখে উড়তে থাকো আর উড়াতে থাকো। সদা ব্রহ্মাবাবার প্রতি কদমে নিরন্তর ফলো ফাদার করো। তো অভিনন্দন, অভিনন্দন। পদ্মগুন অভিনন্দন। আচ্ছা।

বরদানঃ- স্ব-এর চক্রকে জেনে জ্ঞানী তু আত্মা হয়ে প্রভু প্রিয় ভব

এই সৃষ্টি চক্রে আত্মার কী কী পার্ট আছে, তাকে জানা অর্থাৎ স্বদর্শন চক্রধারী হওয়া। সম্পূর্ণ চক্রের জ্ঞানকে বুদ্ধিতে যথার্থ রীতিতে ধারণ করাই স্বদর্শন চক্র ঘুরানো হয়, স্ব-এর চক্রকে জানা অর্থাৎ জ্ঞানী তু আত্মা হওয়া। এমন জ্ঞানী তু আত্মা প্রভু প্রিয় হয়। তাদের সামনে মায়া দাঁড়াতে পারে না। এই স্বদর্শন চক্রই ভবিষ্যতে চক্রবর্তী রাজা বানিয়ে দেয়।

স্লোগানঃ- প্রত্যেক বাচ্চা বাবা সমান প্রত্যক্ষ স্বরূপ হ'লে প্রজা তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;